সুরক্ষা বার্তা

প্রকাশনায়, শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

৪৭ তম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০২২ খ্রিঃ, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প, কোস্ট- উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোস্যালহাব এবং শিশুসুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানালেন সিআইসি

ক্যাম্প ২২ এমপিসিতে গ্রাজুয়েশন কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইসি জনাব হাবিবুর রহমান , ছবি: মো: সুজন

১৫ ই জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ থেকে ২০ শে জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে কোস্ট ইউনিসেফ শিশু সুরক্ষার প্রকল্পের ৮টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ১৭ টি মাল্টিপারপাস সেন্টার এবং হোস্ট কমিউনিটির ৩ টি মাল্টিপারপাস সেন্টারে প্রথম ব্যাচের কিশোর-কিশোরীদের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন ক্যাম্পের সিআইসিবৃন্দ, সহকারি সিআইসিবৃন্দ, সিবিসিপিসি সদস্য, পিসিসি সদস্য, মাঝি এবং হোস্ট কমিউনিটির স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১২৪১ জন কিশোর কিশোরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের পাশাপাশি মাল্টিপারপাস সেন্টারের কার্যক্রমগুলো পরিদর্শন করেন ক্যাম্প ইনচার্জগণ। এসময় তারা কিশোর-কিশোরীদের কাছে জানতে চেয়েছেন কি ধরনের প্রশিক্ষণ তারা এখানে পেয়েছেন এবং কি কি বিষয় এখানে শেখানো হয়। এসব প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে কিভাবে তাদের কাজে আসবে তা নিয়েও আলোচনা করেন তারা। এছাড়া তিনি শিশু শ্রম কি, জীবন দক্ষতা কি, মনোসামাজিক সেবা কি, বাল্য বিয়ে কাকে বলে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলে কিশোর-কিশোরীদের উত্তরে সিআইসিবৃন্দ বলেন, কোস্টের কার্যক্রম বেশ প্রশংসনীয় যা কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করার জন্য তারা ইউনিসেফ এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। আলোচনা পর্ব শেষে গ্রাজুয়েট কিশোর-কিশোরীদের মাঝে মাস্ক, স্যানিটারি প্যাড, সোলার প্যানেল, সাবান তৈরী সহ বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য সহায়ক উপকরণ সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। উপকরনগুলো যথাযথ কাজে ব্যবহারের জন্য পরামর্শদেন সংশ্লিষ্ট সিআইসিগণ।

বিচিত্র সাজে মনোসামাজিক সেবা

শিশুদের মাঝে মনোসামাজিক বিকাশ সেশন পরিচালনা করছেন পিএসএস ফ্যাসিলিটেটর মো: ফরহাদ, ছবি: মো:ইউনুস, এফসি

ক্যাম্পের ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে দিন কাটে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়ার তেমন একটা সুযোগ থাকে না তাদের। যার ফলে খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তারা, যা তাদের মন ও শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ৫ থেকে ১৮ বছর বছর বয়সের শিশুদের মনোসামাজিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্প। শিশুরদের মানসিক ভাবে উচ্ছল ও উজ্জীবিত রাখার জন্য মাল্টিপারপাস সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিচিত্র সাজে সেশন পরিচালনা করেন ক্যাম্প ২০ সম্প্রসারণ এমপিসির পিএসএস ওয়ার্কার মোহাম্মদ ফরহাদ। আমার শরীরে ভয় ও শক্তি শিরোনামের অধিবেশনে একটি ভৌতিক পোশাকে আবির্ভূত হন ফরহাদ। উক্ত সেশনে শিশুরা ভয় কী, শক্তি কী, ভয় পেলে আমাদের শরীরের অবস্থা কেমন অনুভব করে এবং তখন আমাদের আচরণ কেমন হয়ে যায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া দূর্ঘটনা কি, আমাদের জীবনে কিভাবে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিভাবে একটা শিশুর জীবনে ভয় প্রভাব ফেলে এই সেশনের মাধ্যমে তিনি তা অভিনয় করে দেখান। পাশাপাশি শিশুরা ভয় পেলে কিভাবে নিজেদের সহজে মোকাবেলা করবে এবং শক্তি অর্জনের মাধ্যমে ভয়কে দূর করবে তা শেখানো হয়।

সুস্থ দেহ সতেজ মন, খেলোধুলায় করি গঠন

২০১৮ খ্রিঃ সাল থেকে টেকনাফ উপজেলায় সদর ইউনিয়ন ও উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ও জালিয়াপালং সহ ৩টি ইউনিয়নে শিশু সুরক্ষা

৩টি হোস্ট কমিউনিটি এমপিসিতে যুবদের নিয়ে খেলাধূলা ও ক্রিড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয়, ছবি: মো: তৌহিদুল ইসলাম,তারিখ ২০ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠির শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কোস্ট ফাউন্ডেশন। এই প্রকল্পের বিশেষ একটি কার্যক্রম হচ্ছে সোশ্যাল হাব। সোশ্যাল হাবের মাধ্যমে সোস্যাল চেইঞ্জ এজেন্টরা সমাজের শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ করে থাকে। গত ২০ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিঃ তারিখে টেকনাফ সদর ইউনিয়নে কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত সোশ্যাল হাবে, সোস্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট ও ইউ-রিপোর্টারদের নিয়ে শীতকালীন ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ সদর ইউনিয়ন এর ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বার আলহাজ্ব জহির উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন নতুন পল্লান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জনাবা মর্তুজা বেগম, সুফিয়া নুরীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার জনাব মহি উদ্দিন, তুলাতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মমতাজ শাহীন, সিবিসিপিসি সদস্য, পিসিসি সদস্য এবং সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট ও ইউ-রিপোর্টারবৃন্দ। সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট যুবারা স্ব-উদ্যোগে তাদের হাতে বানানো নাস্তাগুলো নিয়ে একটি স্টলের মাধ্যমে প্রতিযোগীতা আয়োজন করেন। তাছাড়া ছেলেদের ক্রিকেট, ফুটবল, হাড়ি ভাংগা, মেয়েদের জন্য লুডু, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, মিউজিক্যাল বল, মিউজিক্যাল চেয়ার, ভারসাম্য দৌড় এবং সুইসুতা সহ নানা ধরনের খেলা আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহনকারীদের পুরষ্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া স্টল পরিচালনা পক্ষ থেকে জুবাইদা জাহেদ বলেন, কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা স্টলের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরি। কিন্তু আজ এই স্টলে আমরা নিজেদের তৈরি হাতের নাস্তা আগত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিক্রি করা পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, মাদক, পাচার ও বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি। আগত সকল অতিথিরা উপস্থিত সকলকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রাখার আহ্বান জানান। তাছাড়া এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির ও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কিশোর এনায়েত উল্লাহ হারানো চোখের আলো ফিরে পাচ্ছে

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস মানেজমেন্ট সেবার অধীনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা জন্য সহযোগীতা করে আসছে কেইস ওয়ার্কারবৃন্দ ২৮শে জানুয়ারী ২০২২ ইং পর্যন্ত সর্বমোট ৬১০ টি কেইস রেজিস্টার করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় সমাধান হয়েছে। মোহাম্মদ এনায়েত

কোস্ট শিশুর সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস ওয়ার্কারের মাধ্যমে চোখের ডাক্তার দেখানো হয়। ছবি: সাজিয়া খানম নিপা, তারিখ ২৮ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিঃ

উল্লাহ (১৬) পিতা- মাহবুব আলম, মা-মৃত,নুর জাহান, সি ব্লক, সেই ২০২১ সালে শেষে দিকে ক্যাম্প ৮ই ১নং এমপিসিতে নিয়মিত আসতেছে।

শিশু কাল থেকে মা মারা যাওয়া পর বাবা আবার বিয়ে করেন। তার সৎ মা তাকে খুব অবহেলা করে মানসিক নির্যাতনে রাখে ফলে ছোট থেকে চোখের আলো হারাতে থাকে। কোস্ট ফাউন্ডেশন এমপিসি সেন্টারে আসার ফলে সে কেইসসহ বিভিন্ন সেবা বিষয়ের জানতে পারে এবং তার সমস্যাগুলো জানায়। সেই কোন লেখা ভাল করে পড়তে পারে না বিশেষ করে রাতে বেলায় চোখের একদম দেখে না চোখ দিয়ে পানি পরে। কেইস ওর্য়াকার সাজিয়া খানম নিপা তার এই সমস্যাগুলো মূল্যায়ণের পর ক্যাম্প ১২ তে অরবিট হাসপাতালে রেফার করেন এবং সেখানকার ডাক্তার তার চোখ পরীক্ষা করে চশমা ব্যবহার করতে হবে বলেন এবং একটা চশমা দেন। বর্তমানে সে জানায় সবকিছু স্পষ্ট দেখে এবং খুব খুশি। তাই তার পরিবার কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান এধরনে সহযোগীতা না করলে তার চোখে আলো চিরতরে নিভে যেত।

জানুয়ারী ২০২২ মাসে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ:

কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৩২	৩২
পিসিসি মিটিং	৮০	৮০
সিসিবিসি মিটিং	২০	২০
সৃজনশীল গল্প বলা প্রশিক্ষণ	৩	৩
রিলিজিয়াস লিডার মিটিং	১২	১২
মাস্ক উৎপাদন	৭০০০	৭০০০
স্যানেটারী প্যাড উৎপাদন	৬০০০	৬০০০
সাবান উৎপাদন	৫০০০	৫০০০
মনোসামাজিক সহায়তা	১৯২০	১৯২০
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা	১৯২০	১৯২০
কারিগরি শিক্ষা	১৪৪০	১৪৪০

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।
শিশুসুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার উখিয়া, কক্সবাজার।
যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
www.coastbd.net